দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা থাকবে কি থাকবে না— এটা নিয়ে সারাদেশের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক তথা বুদ্ধিজীবী মহল অত্যন্ত উদ্বিগ্নতায় দিন কাটাচ্ছেন। যদি থাকে তা কি টাস্কফোর্স প্রণীত প্রশ্ন ব্যাংকের পাঁচশ' প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? না কিছু প্রশ্ন বৃদ্ধি করা হবে? না সমগ্র বই পড়তে হবে? ১৯৯২ সালের মত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক দুটো মিলে পাস নম্বর পেলেই চলবে? বা পৃথক পৃথক পাস নম্বর পেলেই চলবে? না পৃথক পৃথক পাস করতে হবে? এর কোনটাই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।

সত্য বলতে কি? কয়েক দিন পূর্বে বিটিভিতে প্রচারিত অভিমত অনুষ্ঠানেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। যার যার মতামত প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র। অথচ পরীক্ষার আর মাত্র ছয় বাস বাকী। যেখানে দু'বছর পড়াশুনা করেও অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী ভাল ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়— সেখানে মাত্র ছয় মাস পূর্বেও তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। এটা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

তাই, এ ব্যাপারে সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

—সুনীল কুমার গোস্বামী,
শিক্ষক, ভাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর।

পরীক্ষার তারিখ ও সেশন জট

দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর গত ১ জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ছোটখাট কিছু ঘটনা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সনের অনার্স পরীক্ষা প্রায় শেষ। ইতিমধ্যে ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ১৯৯০ সনের অনার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরীক্ষার মাত্র ১½-২ মাস পূর্বে তড়িঘড়ি করে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ফলে, ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষা পিছানোর অযৌক্তিক দাবী তোলে। এই দাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবে রূপ নেয়। ফলে, সেশন জট বৃদ্ধি পায়। তাই অবিলম্বে ১৯৯০ সনের অনার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণাসহ পরবর্তী প্রতিটি পরীক্ষার তারিখ অন্তত ছয় মাস পূর্বে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করছি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—শাহীন, সুলতান, আরিফ ও জামিল
১৮৩, শহীদ হবিবুর রহমান হল,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।